দোয়ারাবাজারে বড়খাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষকে বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে বাংলাবাজার ইউপি চেয়ারম্যান এম আবুল হোসেনের চার ভাতিজা। তারা হলেন বড়খাল গ্রামের মৃত আবদুল মান্নানের পুত্র দেলোয়ার হোসেন, আবদুল মোক্তাদির (কাপ্তান) মিয়ার পুত্র মোখলেছুর রহমান ও ফয়জুর রহমান এবং আবদুল মতিনের পুত্র সোহাইব আহমদ। গতকাল দুপুরে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে।

advertisement 3

জানা যায়, উপজেলার বড়খাল স্কুল

advertisement 4

অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নজীর আহম্মদ গতকাল সকালে কলেজে এলে বাংলাবাজার ইউপি চেয়ারম্যান এম আবুল হোসেনের ভাতিজা দেলোয়ার হোসেন অফিস কক্ষে ঢুকে তার সহযোগীদের উপস্থিতিতে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে চলে যান। পরে অধ্যক্ষ আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গেলে সেখানে ওঁৎ পেতে থাকা ওই চার ভাতিজা রুমের দরজা বন্ধ করে লোহার পাইপ দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকেন। চেয়ারম্যানের পরিবারকে নিয়ে কেন তিনি কটূক্তি করলেন, এসব বলে চারজন মিলে অধ্যক্ষকে পেটাতে থাকেন। পরে অধ্যক্ষের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এসে তাদের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় দোয়ারাবাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। পরে আহত অধ্যক্ষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বইছে। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা প্রিয়াঙ্কা অধ্যক্ষকে হাসপাতালে দেখতে যান। এ সময় দোয়ারাবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ দেব দুলাল ধরকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

এদিকে এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা শিক্ষক সমিতি এবং সুশীল সমাজের লোকজন শিক্ষক পেটানোর ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শিগগিরই গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ এক প্রতিবাদসভা ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে উপজেলা শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

এ ঘটনার বিষয়ে জানতে বাংলাবাজার ইউপি চেয়ারম্যান এম আবুল হোসেনের মুঠোফোনে বারবার কল দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি।

দোয়ারাবাজার থানার ওসি দেব দুলাল ধর বলেন, অধ্যক্ষকে মারধরের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।